সেই মহাভাগ্যবান্ ভক্তসকল ত্রিভুবনমধ্যে ইন্দ্রিয়গণের অপ্রাপ্য বলিয়া অজিত নামে খ্যাত আপনাকেও কায়-বাক্য-মনের সহিত বশীভূত করিয়া থাকে। অথবা সেই মহাপুরুষগণ নিজ কায়-বাক্য-মনের দ্বারা আপনাকে বশীভূত করিয়া থাকে॥ ইতি শ্লোকার্থ॥ ১০৪॥

এক্ষণে শ্রীল গোস্বামীপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন। "উদপাস্য" অর্থাৎ অল্পমাত্রও না করিয়া। "স্থানে" অর্থাৎ সাধু-মহাত্মাগণের নিবাসস্থানে স্থিত হইয়া। সাধুগণ কর্ত্তৃক মুখরিত অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে স্বতঃই নিত্য শ্রীভগবানের গুণলীলাদি কথা প্রকটিত হইতেছেন। যেহেতু তাঁহারা শ্রীভগবদ্গুণাদি কীর্ত্তন ব্যতীত ক্ষণকালও বৃথা অতিবাহিত করেন না। সুতরাং তাঁহাদের নিকটে গমনমাত্রেই শ্রীভগবৎকথা বিনাপ্রয়াসেই আগন্তুকের শ্রুতিগত হয়, অর্থাৎ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। প্রায়শঃ অর্থাৎ বহুলভাবে অনুবাক্য ও মনের দ্বারা নমস্কার করিয়া অর্থাৎ সৎকার করিতে করিতে (শ্রীহরিকথাশ্রবণের সৎকার তিনভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে শ্রবণ-সময়ে অঞ্জলি-বন্ধনাদি কায়িক-সৎকার। সাধু সাধু এইরূপ বলা বাচিক-সৎকার। এবং সেই কথাতে আস্তিক্যবুদ্ধি মানসিক সৎকার) যাহারা বাঁচিয়া থাকে, আর তাহারা যদি অন্য কিছুই না করে, তাহা হইলে আপনি ত্রিভুবনে অন্যকর্ত্তৃক অজেয় হইয়াও সেই সমস্ত ভক্তজনকর্ত্তৃক প্রায়ই পরাজিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ আপনি তাহাদের বশীভূত হইয়া থাকেন। শ্রীনৃসিংহ পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে যে—জগতে যখন পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল প্রভৃতি বস্তু বিনামূল্যে অনায়াসেই সকল সময়ের জন্য পাওয়া যায়, এবং পুরাণপুরুষ শ্রীভগবান্‌কেও যখন একমাত্র ভক্তিতেই লাভ করা যায়, তখন আর মুক্তিলাভের জন্য বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি? এই প্রমাণ দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত সেই বাক্যই সমর্থিত হইতেছে যে, ভক্তিসাধনে কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই। শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবৎসমীপে আরও বলিতেছেন যে—বাস্তবিক কিন্তু একদিকে জ্ঞানমার্গ যেমন অতিশয় পরিশ্রমসাধ্য, তেমনই অন্যদিকে ভক্তির সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান কখনও স্বতন্ত্রভাবে কোনও ফল দিতে পারে না। যথা—হে বিভো! যাহারা নিখিল মঙ্গলজননী ভক্তিকে তুচ্ছবুদ্ধিতে অনাদর করিয়া কেবল বোধলাভের জন্য ক্লেশস্বীকার করিতেছে, তাহাদের সেই প্রযত্ন কেবল ক্লেশদায়ী হইয়া থাকে। ধান্যের পরিমাণ অল্প দেখিয়া অনাদর করতঃ যাহারা স্থূলতুষাবঘাতনে যত্নবান হয়, তাহাদের যেমন কেবল হস্তবেদনাই সার হইয়া থাকে কিন্তু তণ্ডুললাভ হয় না, তেমনই অল্পশ্রমসাধ্য